ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের বৈশিষ্ট্য :—

নিরক্ষরেখার (উভয় পার্শ্বে ক্রান্তীয় অঞ্চলে 5°–30° অক্ষাংশের মধ্যে যে ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হয়, তাকে ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত বলে।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) সমধর্মী বায়ুপুঞ্জের মিলন :— ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত প্রধানত সমধর্মী অর্থাৎ একই উষ্ণতাবিশিষ্ট বায়ুপুঞ্জের মিলনে গড়ে ওঠে। স্থানীয় আবহমণ্ডলের এই ধরনের সমধর্মিতাকে বায়োট্রপিক আবহাওয়া বলে।

(ii) উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠ : এই ধরনের ঘূর্ণবাত উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠে অর্থাৎ যেখানে সমুদ্র পৃষ্ঠের জলরাশির উষ্ণতা 26°C–27°C হয় সেখানে গড়ে ওঠে।

(iii) সীমান্তের অনুপস্থিতি ঃ— এই ধরণের ঘূর্ণবাতে বায়ু সংকুলনের কেন্দ্রের চারপাশে বৃত্তাকারে সমচাপরেখা গঠিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি ভিন্নধর্মী বায়ুপুঞ্জ মিলিত হয় না বলে সীমান্ত গড়ে ওঠে না।

(iv) চক্ষুর অবস্থান ঃ— ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে যেখানে অবস্থানের জন্য বায়ুচাপ সবচেয়ে কম থাকে সেখানে ঘূর্ণবাতের চক্ষু সৃষ্টি হয়, এই চক্ষু অঞ্চলে আবহাওয়া শান্ত ও মেঘমুক্ত থাকে কিন্তু তার চারপাশে ঘন কিউমুলোনিম্বাস মেঘ দেখা যায়।

(v) প্রবল বৃষ্টিপাত ঃ— ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাতে সাধারণত প্রবল বেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ একটানা বৃষ্টিপাত হয়, এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 20 মিমি —

100 মিমি হয়ে থাকে।

(vi) প্রবল বায়ুপ্রবাহ : এইপ্রকার ঘূর্ণবাতে কেন্দ্রমুখী বায়ু অত্যন্ত তীব্র গতিতে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু ঘন্টায় গড়ে 100- 150 কিমি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে 200-250 কিমি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

(vii) ধ্বংস ক্ষমতা : এইপ্রকার ঘূর্ণবাতের আয়তন ছোটো হলেও (ব্যাস 200 কিমি- 700 কিমি) এগুলি অত্যন্ত বিধ্বংসী ক্ষমতাযুক্ত হয়।